

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৫৯

১/ বিবিধ

আরবী

الوضوء مما خرج وليس مما دخل
منكر

رواه ابن عدي (2 / 194) والدارقطني (ص 55) والبيهقي (1 / 116) عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذئب عن شعبة - يعني - مولى ابن عباس عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال البيهقي: " لا يثبت ". وله ثلاث علل الأولى: الفضل بن المختار، وهو أبو سهل البصري وهو متروك، قال أبو حاتم: " أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل ". وقال ابن عدي: عامة أحاديثه منكرة لا يتابع عليها ". وساق له الذهبي أحاديث، قال في واحد منها: يشبه أن يكون موضوعا "، وفي الأخرى، " هذه أباطيل وعجائب

الثانية: شعبة مولى ابن عباس، وهو صدوق سيء الحفظ، كما في " التقريب ". وقال في " التلخيص " (ص 43): " وفي إسناد الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن مسعود موقوفا ". قلت: فقد أشار الحافظ إلى أن في الحديث علة أخرى وهي: الثالثة: وهي الوقف، فإن شعبة المذكور علاوة على كونه ضعيفا، فقد خالفه الثقة أبو ظبيان وهو حصين بن جندب الجهني فقال: عن ابن

عباس في الحجة للصائم قال: " الفطر مما دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل ". رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان ذكره الحافظ في " الفتح " (4 / 141) وقد علقه البخاري في " صحيحه " مجزوماً به مقتصرًا على الشطر الأول منه " وقد وصله أيضا البيهقي في " سننه " (1 / 116 و 4 / 261) من طريق أخرى عن وكيع به، وهذا سند صحيح موقوف، فهو الصواب كما أشار إلى ذلك ابن عدي ثم البيهقي ثم الحافظ. وأما حديث أبي أمامة الذي أشار إليه الحافظ في كلامه السابق فهو الآتي عقبه. (تنبيه) : ذكر الشوكاني حديث الترجمة هذا بلفظ: الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج " وقال: " أخرجه البخاري تعليقا، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة ". ثم ضعفه بالفضل بن المختار، وشعبة مولى ابن عباس

أقول: وفي هذا التخريج على إيجازه أو هام لابد من التنبيه عليها. الأول: أن الحديث عند البخاري وابن أبي شيبة موقوف وليس بمرفوع كما تقدم. الثاني: أن إسنادهما صحيح وليس بضعيف

الثالث: أن البخاري لم يخرج به تمامه، بل الشطر الأول منه فقط، كما سبق منا التنصيص عليه. وقد وقع في بعض هذه الأوهام الصنعاني قبل الشوكاني! فإنه ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجزوماً به بلفظ: " الفطر مما دخل وليس مما خرج ". ثم قال في تخرجه: " علقه البخاري عن ابن عباس، ووصله عنه ابن أبي شيبة ". فوهم الوهم الأول، وزاد وهما آخر، وهو أن المرفوع صحيح لجزمه به وعدم ذكر علته، فهذا وذاك هو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث لكيلا يغتر بكلامهما من لا علم عنده بأوهامهما. هذا وللحديث شاهد من رواية أبي أمامة، ولكنه ضعيف جدا وهو: (الآتي)

বাংলা

৯৫৯। কিছু বের হলে তাতে উযু করতে হবে, কিছু প্রবেশ করলে তাতে উযু করতে হবে না।

হাদিসটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী (২/১৯৪), দারাকুতনী (পৃঃ ৫৫) এবং বাইহাকী (১/১১৬) ফায়ল ইবনুল মুখতার হতে তিনি ইবনু আবী যিইব হতে তিনি শু'বাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী বলেনঃ হাদীছটি সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সনদটির সমস্যা তিনটিঃ

১। ফায়ল ইবনুল মুখতার হচ্ছেন আবু সাহাল বাসরী, তিনি মাতরুক। আবু হাতিম বলেনঃ তার হাদীছগুলো মুনকার। তিনি বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ তার অধিকাংশ বর্ণনাই মুনকার। তার অনুসরণ করা যায় না। হাফিয যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে একটি সম্পর্কে বলেছেনঃ এটি বানোয়াট হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যগুলো সম্পর্কে বলেনঃ এগুলো বাতিল ও

২। ইবনু আব্বাসের দাস শু'বাহ, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হেফযে ক্রটি ছিল যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ৪৩) গ্রন্থে বলেনঃ তার সনদে ফায়ল ইবনুল মুখতার রয়েছেঃ তিনি খুবই দুর্বল। তাতে ইবনু আব্বাসের দাস শু'বাহ রয়েছে, তিনি দুর্বল। ইবনু আদী বলেনঃ আসল কথা এই যে, এ হাদীছটি মওকুফ। বাইহাকী বলেছেনঃ মারফু' হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি। সাঈদ ইবনু মানসূর আমাশ সূত্রে আবু যিবইয়ান হতে তিনি ইবনু আব্বাস হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী আবু উমামার হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদটি প্রথমটির চেয়ে বেশী দুর্বল। তিনি ইবনু মাসউদ হতেও মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয ইবনু হাজার হাদীছটির আরেকটি সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেটি হচ্ছেঃ

৩। মওকুফ হওয়া। শু'বাহ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্য আবু যিবইয়ান (হুসায়ন ইবনু জুনদুব আল-জুহানী) তার বিরোধিতা করে সায়েম ব্যক্তির জন্য সিঙ্গা লাগানোর বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ 'সওম ভঙ্গ হবে যা প্রবেশ করবে তাতে। যা বের হবে তাতে নয়। আর উযু ভঙ্গ হবে যা বের হবে তাতে, যা প্রবেশ করবে তাতে নয়।'

এটি ইবনু আবী শাইবাহ ওয়াকী হতে তিনি আমাশ হতে তিনি আবু যিবইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। এটি হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (৪/১৪১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী হাদীছটি তার "সাহীহ" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে সংক্ষেপে প্রথম অংশটি মুয়াল্লাক (মওকুফ) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী তার "সুনান" (১/১১৬, ৪/২৬১) গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রে ওয়াকী হতে মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি মওকুফ হিসাবে সহীহ। সেটিই সহীহ যেমনটি ইবনু আদী, বাইহাকী ও হাফিয ইবনু হাজার সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীছটির তাখরীজ করতে গিয়ে শাওকানী সন্দেহ বশত ভুল করেছেন।

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71838>

🔗 হাদিসবিডিৰ প্রজেক্টে অনুদান দিন